দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

দেওয়ানগঞ্জে ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে স্কুল মিল কার্যক্রম চালু

॥ দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা ॥

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পুষ্টিকর রান্না করা খাবার দিয়ে ঝড়ে পড়া রোধ, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করা, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করা, পড়াশুনায় মনোযোগী করা, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি, বিদ্যালয় এলাকার জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশের আর্থিক সহযোগিতায় বেসরকারি সাহায্য সংস্থা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইস) সহযোগিতায় দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে 'মিড ডে স্কুল মিল' কার্যক্রম। নিয়মিতভাবে এই কার্যক্রম চালু হওয়ায় ঐ বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি শতভাগ। ছাত্র-ছাত্রীদের দুপুর বেলা বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রান্না করা পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করায় দরিদ্র অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেওয়ানগঞ্জ ইউনিয়নের খড়মা পূর্বপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেইস-এর কার্যক্রম দেখতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সাথে আলাপ করলে তারা বলে, 'দুপুরে আমাদের টিফিন খাবার দেয়ায় স্কুলে সারাদিন পড়াশুনা করতে ভালো লাগে। আগে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত না খেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করতে ইচ্ছে করত না। এখন একবেলা খাবার দেয়ায় ভালো লাগে'।

দুপুরে টিফিনের সময় শিক্ষার্থীরা যখন সারিবদ্ধভাবে বসে খাবার খাচ্ছিল সেখানেই দেখা গেল কয়েকজন অভিভাবক শিশুদের খাবার পরিবেশনে সহযোগিতা করছে তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী লাল বানুর মা সুফিয়া খাতুনের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ, অভাবের কারণে আমার বাচ্চাকে ঠিক মত খাবার দিতে পারি না। অনেক সময় সকালে না খেয়ে স্কুলে আসে। অর্ধেক ক্লাস করে ক্ষুধার কারণে বাড়িতে চলে যেত। আবার মাঝে মাঝে স্কুলে না গিয়ে আমার সাথে কাজ করতে যেত কিন্তু এখন আর তা করি না। বিদ্যালয়ে খাবার দেয়ার ফলে,তাকে প্রতিদিন স্কুলে পাঠাই। সে এখন মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করেন।'

বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক আব্দুল কাদের জানান, দুপুরে শিক্ষার্থীদের খাবার দেয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের হাজিরা শতভাগ। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার মনোযোগী হয়েছে। ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শেষ করতে পারছে। আশা করা যায়, আগামী পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ফলাফল ভালো হবে। টিফিনের যে সময় নির্ধারণ করা আছে তা অর্ধেক সময় লাগে সকল শিক্ষার্থীকে খাওয়ানোর জন্য। রান্না করা খাবার খাওয়ানোর জন্য ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় ব্যয় হয়।'। মিড ডে স্কুল মিল পরিচালনাকারী এনজিও বেইস-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী কামরুল হাসান খোন্দকার জানান, 'জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা দরিদ্র, মঙ্গা ও নদী ভাংগন এলাকা হওয়ায় এই এলাকার শিশুরা সবচেয়ে বেশি অপুষ্টিতে ভোগে। এখানকার লোকজনের আয় রোজগারের তেমন কোন উৎস নেই। যার কারণে শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়ার হার অনেক বেশি। তাছাড়া স্কুলে দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার ফলে শিশুদের অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। অপুষ্টির কারণে তাদের শেখার ও মনে রাখার ক্ষমতা দুটোই নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে শিক্ষার গুণগত মান কমে যাচ্ছে। শিশুদের অপুষ্টি রোধ এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন, ড্রপআউট রোধ ও হাজিরা বৃদ্ধির জন্য একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় উপজেলার ১২৫টি সরকারী/রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয়ের মধ্যে অতি দরিদ্র এলাকার দুইটি বিদ্যালয় বেছে নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে মিড ডে স্কুল মিল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এতে প্রতিদিন একেক জন শিক্ষার্থীর জন্য ১৫ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৭৫০ কিলোক্যালরি সমপরিমাণ রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। সপ্তাহে ৫ দিন খাবার দেয়া হচ্ছে যার মধ্যে ২ দিন ডাল এবং সবজি খিচুড়ি, ২ দিন ডাল এবং মাংস খিচুড়ি ও ১ দিন ডাল এবং ডিম খিচুড়ি। তাছাড়া বিদ্যালয়গুলো যাতে ভবিষ্যতে এসএমসি'র ব্যবস্থাপনায় শাক-সবজি উৎপাদন করতে পারে তারও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।'

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হলে এরকম কিছু সৃজনশীল প্রকল্প চালু করতে হবে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় স্কুলগুলোতে শিশুদের জন্য দুধ বিস্কুট টিফিন খাবার কার্যক্রম চালু হলেও তা কার্যকরভাবে এর প্রভাব ফেলতে পারছে না। তাছাড়া শিশুরা প্রতিদিন দুধ বিস্কুট খেতেও চায় না কেননা বাড়িতে তারা এ ধরনের খাবার খেতে অভ্যস্ত না। আমাদের পাশের দেশ ভারতে বেশ কয়েক বছর পূর্বেই এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রায় ১২ কোটি শিশু তাদের এই প্রকল্পের আওতায় এনেছে। তাছাড়া ব্রাজিলসহ আরো কিছু দেশে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শাক-সবজি আবাদ করে শিশুদের খাওয়ানো হচ্ছে।